আবিস্কার গাইড ১৪

স্বর্গীয় বিশ্রামের গূঢ়

মাত্র কয়েক বছর আগে কেউ কেউ উক্তি করেছিলেন যে, কয়েক বছর পর আমাদের অবসর সময় অতিবাহিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। কারন আমাদের হাতে বিশেষ কাজ থাকবে না। এই অনুভূতির পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কম্পিউটারের যুগে, দীর্ঘ দিনের কাজ তিলেকের মধ্যে সমাধান হয়ে যাচ্ছে।শ্রমশিল্পে রোবোটের ভূমিকা অসাধারন।

কিন্তু কম্পিউটার এবং স্বয়ংক্রিয় লৌহমানব কার্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের এখন দম বন্ধ করার সময় নাই। আজকের মানুষ সময়ের আগে আগে ছুটে চলেছে। সর্বপরি, পরিবারগুলির হাতে সময় একদম নাই। স্বামী বা স্ত্রী, কেউ নিজেদের জন্য কিংবা সন্তানদের জন্য আলাপনের বিশেষ সময়ই পাচ্ছেন না।

একটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পরিসংখ্যানের ফলে জানা গেছে, প্রতিদিন পিতারা গড়ে তাদের সন্তানের জন্য মাত্র ৩৭ সেকেন্ড ব্যয় করে! সময়ের অভাবে পরিবারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ: কমে যাচ্ছে।

কিভাবে আমরা পুণরায় সময়ের ছন্দে চলব, এবং আমাদের পরিবারের অন্তরঙ্গতা পরশ পাব?

১। মানসিক দু:শ্চিন্তার প্রতিকার

যিশু পারিবারিক চাপ এবং দু:সহ সমস্যার কথা জানেন। তিনি চান উন্নত জীবনযাত্রায় আমরা যেন আন্তিক বিশ্রামের গূঢ় রহস্য অবগত হই:।

''হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। ।।। আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিতত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে।'' -- মথি ১১:২৮, ২৯

বাইবেল বলে, আমরা এই প্রকারের বিশ্রাম দুইভাবে পেতে পারি : দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে যীশুর সান্নিধ্যে আমাদের আসতে হবে।

২। যীশুর সঙ্গে দৈনিক সংযোগ

যীশুর আকর্ষণের অপেক্ষায় বিশ্বাসী মানুষজন নিত্য চেঁচামেচি করে। তথাপি খ্রীষ্ট প্রত্যেকের জন্য শান্তিময় প্রশান্ত আত্মা প্রদান করেন। কিভাবে? তিনি প্রত্যহ তাঁর স্বর্গীয় পিতার কাছে আবেদন নিবেদন করতে বিস্মৃত হননি। মানব জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সততই পিতার উপর আস্থাশীল (যোহন ৬:৫৭)।

তাঁর সাদৃশ্যে দৃঢ় এবং প্রত্যয়শীল জীবন যাপন করতে হলে, আমাদের যীশুর উপর নিত্য নির্ভরশীল থাকতে হবে - তাঁর বাক্য এবং আত্মায় ভরপুর হয়ে আমাদের আত্মগঠন করতে হবে। ব্যক্তি এবং পরিবারের ছিন্নবিচ্ছননকারী অপশক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেতে হলে, খ্রীষ্টের সাহচর্যে আমাদের সময় অতি বাহিত করতে হবে। তিনি আমাদের বলেছেনে :

''আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি। ... আমাতে না থাকিলে তোমরা কিছুই করিতে পার না।'' -- যোহন ১৫:৪,৫

আমাদের আমলের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল, যীশুর সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক রেখে আত্মিক সম্পদ সঞ্চয় করা। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের উপর জোর দেওয়ার কার্য তিনি স্বয়ং ক্রুশের উপরে সাধন করেছেন। প্রকৃত বিশ্রাম, বাস্তব নিরাপত্তা আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টের মৃত্যুকালীন চিৎকারের মাধ্যমে সাধিত হয়েছে, ''সমাপ্ত হইল'' (যোহন ১৯:৩০)। অন্য কথায়, তিনি তিনি আমাদের জন্য মুক্তিকার্য সাধন করেছেন।

''কিন্তু বাস্তবিক তিনি একবার, যুগপর্যায়ের পরিনামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপন নাশ করিবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হইয়াছেন।'' -- ইব্রীয় ৯:২৬

যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাপের বিনাশ করেছেন। এই জন্যই বলা হয়, বিশ্বাসীবর্গ তাদের পাপ স্বীকারের মুহূর্তেই তারা খ্রীষ্টের সাধিত কর্মে বিশ্রাম লাভ করেন।

পাপ সমস্যা বর্তমানে একটি অসীম সমস্যা। কিন্তু যীশু ক্রুশে একেবারেই সর্বযুগের নিমিত্ত পাপের বিনাশ সাধন করেছেন। ''সমাপ্ত হইল আর্তনাদের সাথে সাথেই খ্রীষ্ট আমাদের মুদ্রাঙ্কিত করেন তার বিশ্রামের মাধ্যমে। কালভেরীতে খ্রীষ্ট আমাদের মুক্তি কার্য সমাপন করেছেন। (তীত ২:২৪)। তারপর তিনি কবরে সারাদিন বিশ্রাম নিয়েছেন, এবং রবিবার প্রত্যুষে তিনি পাপ এবং মৃত্যুর উপর বিজয়ী হয়ে পুনরুত্থিত হয়েছেন। খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজে বিশ্রামের চেয়ে মহৎ নিশ্চয়তা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের নাই।

''আইস আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় (ঈশ্বরের) নিকটে উপস্থিত হই; আমরা ত হৃদয়প্রোক্ষণপূর্বক মন্দ হইতে মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হইয়াছে: আইস, আমাদের প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল করিয়া ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত।'' -- ইব্রীয় ১০:২২, ২৩

''যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি বিশ্বস্ত বলে, আমরা যীশুর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুক্তিরূপ বিশ্রামে প্রবিষ্ট হই। নিত্যকার স্থিরতা, শান্তি, এবং বিশ্রামের যে অভিজ্ঞতা আমরা যীশুতে পাই তা আমাদের কর্মের ফল নয়, ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের সাধনকৃত কর্মের ফল।

আমাদের মুক্তিকার্য নিশ্চিত বলে আমারা খ্রীষ্টে বিশ্রামের অধিকারী। এই নিশ্চয়তার মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন খ্রীষ্টের সংশ্রবে জীবন কাটিয়ে নিত্য দিব্য বাতাবরণের আস্বাদন পাই। যীশুর সংসর্গে আমাদের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

৩। যীশুর সঙ্গে সাপ্তাহিক যোগসূত্র

খ্রীষ্ট ছদিনে জগৎকে সৃষ্টি করার পর (কল ১:১৬-১৭), তিনি শাব্বাথ দিনের ব্যবস্থা করেন। এটি তাঁর সঙ্গে আমাদের সাহচার্যের সাপ্তাহিক সুযোগ।

''পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাত:কাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল। এইরূপে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যুহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপানার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।'' - আদি ১:৩১-২:৩

তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যীশু প্রথম শাব্বাথটি আদম এবং হবার সঙ্গে উদযাপন করেন এবং তিনি শাব্বাথ দিনকে আশীর্বাদ করে পবিত্র করেন। ঈশ্বর নিজের সুবিধার্থে সাত দিনের সাপ্তাহিক চক্র সৃষ্টি করেন নি। আমাদের উপকারার্থে তিনি সপ্তাহের সৃজন করেছেন। আপনার সৃষ্ট প্রাণীদের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকার জন্য তিনি প্রতি সপ্তম দিনে মানুষের সঙ্গে সহভাগিতার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর মতে শাব্বাথ দিন শারীরিক বিশ্রামের সঙ্গে আত্মিক সহভাগিতার নির্ধারিত দিবস। ইহ জগতে পাপ প্রবেশের পর, শাব্বাথ দিনের গুরুত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। যেই ত্রাণকর্তা আদম এবং হবাকে বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিই প্রায় দুহাজার বছর পরে মোশিকে সীনয় পর্বতে ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন (১ করি ১০:১-৪)। যীশু দশ আজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দুতে শাব্বাথ দিনকে স্থাপন করেছেন। চতুর্থ আজ্ঞায় লিখিত হয়েছে :

''তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সেদিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা , কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুনরুদ্ধারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না; কেননা সদাপ্রভু আকাশমন্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন।'' -- যাত্রা ২০:৮-১১

সৃষ্টিকর্তার স্মরণিকা হিসাবে খ্রীষ্ট বিশ্রামবার স্থাপন করেছিলেন। এই দিনকে যিনি পৃথক করে আশীর্বাদ করেছেন তাঁর সঙ্গে এই দিনে অর্থাৎ বিশ্রামবারে আমরা সহভাগিতার সুযোগ পাই।

যীশু যখন জগতে বসবাস করতেন, তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে সাহচর্যের প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি প্রত্যেক শাব্বাথ পালন করতেন, যেমন লূক লিখেছেন:

''আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।'' -- লূক ৪:১৬

যদি দিব্য মানব যীশু খ্রীষ্টের শাব্বাথ পালনের আবশ্যকতা থাকে, তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন, ঈশ্বর মানুষের কল্যাণের জন্য বিশ্রামবারের সৃষ্টি করেছেন (মথি ১২:১-২)

''তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই; সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেও কর্তা।'' -- মার্ক ২:২৭,২৮

যীশু তাঁর মৃত্যুতে পর্যন্ত বিশ্রামবারকে উচ্চীকৃত করেছেন। তিনি শুক্রবারে, ''আয়োজনের দিন'', মারা যান এবং বিশ্রামবার ছিল আরম্ভের মুখে (লূক ২৩:৫৪)। যে মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করলেন, ''সমাপ্ত হইল'', তৎক্ষণাৎ মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর জগতে আগমনের সার্থকতা ঘটল (যোহন ১৯:৩০; ৪:৩৪; ৫:৩০) তারপর তাঁর মিশন শেষে যীশু সমূহ শাব্বাথ দিনটি কবরে বিশ্রাম নিলেন।

ছদিনে সৃষ্টিকার্য শেষ করে যেমন খ্রীষ্ট সপ্তমদিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে খ্রীষ্ট ষষ্ঠ দিনে মুক্তকার্য শেষ করে সপ্তমদিনে বিশ্রাম নিলেন।

রবিবার প্রাত:কালে খ্রীষ্ট বিজয়ী ত্রাণকর্তারূপে কবর থেকে বেরিয়ে এলেন (লূক ২৪:১,৭)। তিনি তাঁর শিষ্যদের শাব্বাথ পালনের নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিয়ে রেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর যিরূশালেমের বিনাশ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন:

''আর প্রার্থণা কর, যেন তোমাদের পলায়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে না ঘটে।'' -- মথি ২৪:২০

আমাদের ত্রাণকর্তা চেয়েছিলেন তাঁর শিষ্যবর্গ এবং অনুগামীরা যেন তাঁর আদর্শে চলে (যোহন ১৫:১৫,১৬)। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন ত্রাণমূলক বিশ্রাম এবং শাব্বাথ বিশ্রামের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। শিষ্যগণ তাঁকে হতাশ কেরননি । খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর শিষ্যগণ নিয়মিত শববাথ পালন করেছেন (লূক ২৩:৫৪-৫৬; প্রেরিত ১৩:১৪; ১৬:১৩; ১৭:২; ১৮:১-৪)।

প্রিয় শিষ্য যোহন শাববাথ দিনে খ্রীষ্টের সঙ্গে সাপ্তাহিক সম্পর্ক রেখে পরবর্তীকালে লিখেছেন, ''আমি প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হইলাম'' (প্রকা ১:১০)। যীশুর মত অনুসারে, প্রভুর দিন হল শাববাথ দিন। ''কেননা মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা'' (মথি ১২:৮)।

শাববাথ দিনে আমরা প্রভুর দ্বিবিধ মহাঅনুষ্ঠান পালন করি: আমাদের সৃষ্টি এবং উদ্ধার । এই শাব্বাথ পালন অনুষ্ঠান স্বর্গেও প্রচলিত থাকবে:

''কারণ আমি যে নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী গঠন করিব, তাহা যেমন আমার সম্মুখে থাকিবে..... ইহা সদাপ্রভু কহেন। প্রতি বিশ্রামবারে সমস্ত মর্ত্য আমার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে আসিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।'' -- যিশাইয় ৬৬:২২, ২৩

৪। শাব্বাথ বিশ্রামের উপকার

বর্তমান যুগের মানুষের দুর্ভোগের অন্ত নাই। ব্যক্তিজীবনে অহোরহ চলছে অন্তর্দহন।

পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আদর্শবান জীবন যাপনের জন্য ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন বিশ্রামদিন। কয়েকটি বিশ্রামবারের উপকারিতা আলোচনা করা যাক :

(১) শাব্বাথ দিন সৃষ্টির স্মরণিকা, এবং এই দিন পবিত্ররূপে পালন করে আমরা স্রষ্টার স্মৃতিতে মনোনিবেশ করি। শাব্বাথ আমাদের সৃষ্টির উৎসমূলে নিয়ে যায়। যখন আমরা বন্য পথ কিম্বা পাহাড়ি অঞ্চলের ঝরণার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, তখনকার আনন্দের সঙ্গে যীশুর সাহচর্যের আনন্দ সমভাবে উদ্ভাসিত হয়। তিনি সমুদয় আনন্দের বস্তু আমাদের উপভোগের নিমিত্ত নির্মাণ করেছেন --

(২) শাব্বাথ দিনে আমরা অপরাপর খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের সঙ্গে উপাসনা এবং সহভাগিতার সুযোগ পাই। উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনা করার মর্মই আলাদা। আমাদের আত্মিক ব্যাটারি চার্জ করে নেওয়ার জন্য শাব্বাথ দিন সমবেত উপাসনার চরম মুহূর্ত।

(৩) শাব্বাথদিন করুণার কার্য করা সম্ভবপর। সপ্তাহব্যাপী কোন প্রতিনিধি অসুস্থ থাকলে, শাব্বাথ দিনে তাকে দেখার অবকাশ থাকে। প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথায় কেউ যদি প্রতিবেশীকে প্রলেপ দিতে পারে, যীশু সেই করুণার কার্যে অতীব সন্তুষ্ট হন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন : ''বিশ্রামবারে সৎকর্ম করা বিধেয়'' (মথি ১২:১২)

(৪) শাব্বাথ দিনে পারিবারিক বন্ধন মজবুত হয়। খ্রীষ্ট যখন আদেশ দিয়েছিলেন শাব্বাথদিন কোন কার্য না করতে (যাত্রা ২০:১০), তিনি বেদনাতুর পিতামাতার সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিকর্ত্যব্যের বিবরণ দেননি। শাব্বাথ দিনে প্রার্থনাশীল জীবন সমুদয় ব্যথা বিদূরিত করে হাসি-আনন্দে জীবনকে ভরিয়ে দেয়। সারা পরিবার এই দিন খ্রীষ্টের শক্তিতে শক্তিমন্ত হয়ে ওঠে।

(৫) শাব্বাথ দিনে যীশু বিশেষভাবে নিকটবর্তী হন। প্রত্যেককে সম্পর্ক বজায় রাখতে নির্দিষ্ট সময় দিতেই হয়, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই নিয়ম পযোজ্য ।

একটা গোটা দিন খ্রীষ্টের আরাধনা করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তরতাজা হয়। শাব্বাথ দিনে বাইবেল অধ্যয়ন এবং খ্রীষ্টীয় সাহচর্যের বিশেষ সুযোগ আসে। নিরালায় প্রভুর কাছে শিক্ষা পাওয়া যায়। যীশু সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করে পবিত্র করেছিলেন (আদি ২:৩)। খ্রীষ্ট সৃষ্টিকালে সপ্তম দিনটিকে আরাধনার জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন বলে, এই দিনের গুরুত্ব উপলব্ধি আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়। তিনি সৃষ্টিকালে আমাদের প্রজন্মের কথা স্মরণে রেখেছিলেন। আমাদের উদভ্রান্ত বিশৃঙ্খল জীবনে এই দিনের বড়ই প্রয়োজন।

অন্যান্য দিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আমরা এই দিনে পুনর্বার সৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরম সম্পর্কে ধ্যাননিবেশ করতে পারি।

৫। স্বর্গীয় বিশ্রামের পূর্বাস্বাদন

নিত্য এবং সাপ্তাহিকভাবে যীশুর সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে আমরা --- বিশ্রাম শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। শাব্বাথ শব্দটি হিব্রু শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ হল বিশ্রাম, সুতরাং শাস্ত্রে যে সপ্তম দিনকে বিশ্রামদিন আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই (লেবীয় ২৩:৩)।

''কেননা তিনি এক স্থানে সপ্তম দিনের বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপনার সমস্ত কর্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন।' অতএব বাকী রহিল এই যে, কতকগুলি লোক বিশ্রামে প্রবেশ করিবে ।..... আইস, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে যত্ন করি।'' -- - ইব্রীয় ৪:৪-১১

বিশ্রামদিনের অভিজ্ঞতা বিশুদ্ধ স্বর্গীয় আনন্দের পূর্বাস্বাদন। এই বিশ্রাম কেবল কর্মশূন্যতা নয়, এটি প্রাচুর্যময় জীবনের মূল শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের অনুভূতি।

এই প্রকার আত্মিক বিশ্রাম কেবলমাত্র উপলব্ধির মাধ্যমেই অনুভব করাসম্ভব। যারা শাব্বাথদিন বা পরিত্রাণের আনন্দ স্বয়ং অনুভব করেছেন তাদের কাছে বিশ্রামদিন বিশ্বজনীন তত্ত্ব । ''আপনি যদি যীশুর সঙ্গে নিত্য এবং সাপ্তহিক বিশ্রামে প্রবেশ করেন, তাহলে জীবনে আপনি পরমানন্দের স্বাদ পাবেন।''

বিশ্রামদিন উপহার দেওয়ার জন্য আপনি কি যীশুকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা করেন ? জীবনের সমূহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য আপনাকে বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি দানের জন্য আপনি কি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছুক ? যদি কোনদিন সুযোগ পেয়ে না থাকেন তাহলে কি আপনি আজই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন ? আপনি কি তাঁর পরিত্রাণ গ্রহণ করে শাব্বাথদিনকে আনন্দদআয়করূপে পালন করতে চান ? তাহলে প্রভুর কাছে জানতে এত দেরি করছেন কেন ?

আবিষ্কার উত্তরপত্র ১৪

স্বর্গীয় বিশ্রামের গূঢ় রহস্য

আবিষ্কার গাইড ১৪ পাঠ করে এই উত্তরোরটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করুন।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। ____ আমাদের দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তা দূর করতে নিত্য যীশুতে নির্ভরশীল থাকতে হবে।
____ যীশু প্রত্যহ পিতার উপর নির্ভরশীল থেকে চিন্তামুক্ত থাতেন।

২। যীশু প্রথম শাব্বাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
____ সৃষ্টিকালে আমাদের বিশ্রামদিন অনুসারে, ঐ দিনকে আশীর্বাদ ও উপকারী করে।
____ সীনয় পর্বতে ইস্রায়েলকে দশ আজ্ঞা প্রদানের সময়।

৩। নতুন নয়ম অনুসারে
____ সাপ্তাহিক শাব্বাথদিন আমাদের স্রষ্টার সঙ্গে অতিবাহিত করা আবশ্যক।
____ যীশুর রীতি ছিল শাব্বাথ দিনে উপাসনা করা।
____ যীশু শিখিয়েছিলেন শাব্বাথ আমাদের উপকারার্থে স্থাপন করা হয়েছিল।
____ তাঁর মৃত্যুর পর, যীশু শাব্বাথ দিনে কবরে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।
____ যীশু চেয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যগণ যেন তাঁর পুনরুত্থানের পরে, শাব্বাথের উপকার সমানভাবে পায়।
____ প্রেরিত যোহন প্রভুর দিনে উপাসনা করতেন, যীশুর মতে, সপ্তম দিন হল বিশ্রামবার।

৪। শাব্বাথ পালন একটা সুযোগ
____ যিনি শাব্বাথ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই যীশুর সঙ্গে সময় কাটানোর।
____ অন্যের সঙ্গে উপাসনা করে আনন্দ ও সহভাগিতা লাভ করার।
____ অসুস্থ বা নিকটবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার।
____ পারিবারিক বন্ধন মজবুত করার।

আপনার প্রতি আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। আপনার উত্তরপত্র পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হই। প্রশ্নগুলি দয়া করে যথোপযুক্ত উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন : (হ্যাঁ বা না)

এই কি আপনি প্রথম শুনলেন যে সপ্তাহের সপ্তমদিন শাব্বাথ দিন ? ____
আপনার পরিচিত কেউ কি সপ্তমদিনকে শাব্বাথরূপে পালন করেন ? ____
আপনি কি কদাপি শাব্বাথ পালনকারী কোন চার্চে গেছেন ? _____
আপনি কি শাব্বাথ পালন করে তার সমস্ত উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক ?

____

আপনার অবাক লাগতে পারে, অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসী কেন বাইবেলের সুস্পষ্ট শিক্ষা অগ্রাহ্য করে সপ্তমদিন শনিবারের বদলে রবিবার পালন করেন ? কখন এবং কিভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয় ? আবিষ্কার গাইড ২৪ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন ।